

ফেটা রি ড ফ্র ম

মহিহ বুখারি

হাদিসের গল্প-১

মাওলানা সাবেত চৌধুরী

ফাজেলে দারুল উলুম দেওবন্দ

ও জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ

সম্পাদনা

সাজ্জাদ শরিফ

লেখক ও সম্পাদক

প্রকাশনায়:

কাতোবিন

ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার

(মাকতাবাতুল হুদা আল ইসলামিয়া)

০১৬৭৬৫৯৯৩২৪



উৎসর্গ

রুমাইসা চৌধুরী
৮ ডিসেম্বর ২০২১
পৃথিবীতে এসে আমাদের ঘর
আলোকিত করেছে



বিশিষ্ট সাহিত্যিক, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের মুহাদ্দিস
হযরত মাওলানা নাসীম আরাফাত দা. বা.-এর

দু'আ ও অভিজ্ঞত

নবী-সাহাবিদের যুগ পৃথিবীর ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়। এ অধ্যায় আলোকিত, দিপাঙ্কিত। এ অধ্যায় অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। তাই এ অধ্যায়কে বলা হয় খাইরুল কুরুন। শ্রেষ্ঠতম যুগ।

এ অধ্যায়ে প্রতিটি মানুষ স্বরণীয়, বরণীয়, অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। প্রতিটি মানুষ হিদায়াতের মিনার। আঁধারের আলো। এরা হিরক খণ্ড, পরশ পাথর। এদের জীবনের প্রতিটি কাহিনী, প্রতিটি গল্প আমাদের পরকালের পাথেয়, হিদায়াতের অমূল্য সামান। নিকষ অন্ধকারে আলোর স্ফূরণ।

কিশোরদের নির্মল অন্তরে গল্পের প্রভাব অনেক বেশি। তাই শিশু-কিশোরদের নিয়ে অনেক অমূল্য সাহিত্য সম্ভার রয়েছে সব ভাষায় সব জাতির মাঝে। যুগ থেকে যুগান্তর।

‘স্টোরিজ ফ্রম সহিহ বুখারি’ বইটিতে স্নেহের সাবেত চৌধুরী হাদিসের গল্পভাষ্য, অনুবাদ ও সংকলন করেছে। সহিহ বুখারির যে হাদিসের গল্পগুলো তাকে বেশ মুগ্ধ করেছিল; প্রভাবিত ও আলোড়িত করেছিল; সেগুলো সে মলাটবদ্ধ করতে বিলম্ব করেনি। আমাদের শিশু-কিশোরদের অঙ্গনে এ ধরণের গ্রন্থের খুব বেশি প্রয়োজন। সাহাবায়ে কেরামের জীবন কাহিনী জানা খুবই দরকার। তাই সাবেত চৌধুরীর জন্য রইল দু'আ ও শুভকামনা।

মনমোহনী, হৃদয়স্পর্শী লেখার জন্য অনেক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। দীর্ঘ সাধনার দরকার। উপস্থাপনার কলাকৌশল অর্জনে আরো মেহনত দরকার। চিন্তা ও কল্পনা শক্তি আরো শাণিত করা দরকার। তাই লেখতে হবে। পড়তে হবে। চিরায়ত সাহিত্যের গ্রন্থ পড়তে হবে। লেখার চেয়ে বেশি পড়তে হবে। তাহলেই সফলতা পদচুম্বন করবে।

বইটি পড়েছি। গল্পগুলো ভাল লেগেছে। এক মলাটে সাহাবায়ে কেরামের অনেকগুলো গল্প। অনেকগুলো কাহিনী। আশাকরি, অনাগত প্রজন্মের জীবন সাজাতে তা বিস্ময়কর প্রভাব ফেলবে। চরিত্রকে ফুলেল করতে তা এক ধাপ এগিয়ে থাকবে। বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

৪০৩/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯

লেখকের কলাম

মুনশি ভাই আলোকিত বাংলাদেশে হাদিসের গল্প দিতে অনুরোধ করতেন। সম্ভবত প্রতি শনিবার বা বুধবারের মধ্যে লেখা জমা দিতে হতো। দু’তিনটা গল্প তো তার বারবার ইনবক্সে আগ্রহ উদ্দীপনা দেওয়ার কারণে লিখে ফেলি। এক সময় তিনি আর অনুরোধ করলেন না, লেখাও বন্ধ করে দিলাম।

এরপর অশ্রু প্রকাশনের যুবায়ের ভাই তিনটি গল্প পড়লেন। আমার মতো অলস থেকে এর মধ্যে ‘তাকি উসমানী দা. বা.-এর ‘রমাদান প্রিপারেশন’ বইটি ছেপেছেন। তারপর অনবরত বলতে লাগলেন বুখারির গল্পগুলো যেন ছাপার অঙ্করে আসে। বাবা ইন্তেকালের পর থেকে একটা শূন্যতা অনুভব করি। আর নিজে বাবা হওয়ার পর থেকে ব্যস্ততা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। লেকচারের দারুত তাকবিরের চাকুরি ছেড়ে পাড়ি জমাই ‘মাকতাবাতুল হুদা’য়, উস্তায়ে মুহতারামের শীতল ছায়ায় দিনগুলো আরও স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। মাকতাবার সময়গুলো কাটে ব্যাপক ব্যস্ততায়। আজ কাল করতে করতে প্রফের জন্য প্রিন্ট করা কপি টেবিলে পড়ে থেকে ধুলো জমে যায়।

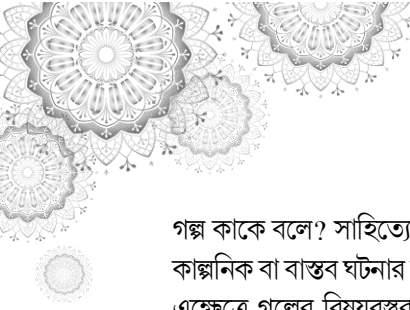
লেখা তো শেষ করে বসে আছি, প্রফ দেখবে কে? তার উপর অনেক দিন পুরনো লেখা। সাজ্জাদ শরিফ তার একটি ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে এলো মাকতাবায়। লেকচারে ওর সম্পাদনা আমার বেশ ভালো লাগত। ভাষায় সাবলীলতা আছে। তাই প্রাথমিক পাণ্ডুলিপিটা তার হাতে তুলে দিলাম। তার কলমের আঁচড়ে ফাইল আহত হয়ে নিহত প্রায়। এতে সময় আরও গড়িয়ে গেল। পরিশেষে সোনার হরিণ হাতে পেলাম।

গল্পের আঙ্গিকে লেখা হাদিসগুলো। হাদিসের গল্পভাষ্য করতে গিয়ে কোথাও যেন হাদিসের মান নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি। আরবি ইবারতের সাথে সামঞ্জস্যশীল শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। সহিহ বুখারির প্রায় তেষাটি হাদিসের সমন্বয়ে গঠিত গল্পগুলো। আশাকরি পাঠক প্রতিটি গল্পে ভিন্ন ভিন্ন মেসেজ পেয়ে যাবেন। নবীজির কথাগুলো আমাদের মনে হেদায়েতের উষান্নিধ আলোরূপে প্রতিভাত হবে। আমরা আলোকিত মানুষ হবো। আলোকিত জ্ঞানী হবো। সেই প্রত্যাশায়। আমরা শতভাগ চেষ্টা করেছি নির্ভুল করে ছাপতে; বিজ্ঞ পাঠক! এরপরও কোথাও ভুল থেকে যেতে পারে। কোথাও দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী মুদ্রণে আমরা ঠিক করে দেবো। ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে দীনের দাঈ হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

সাবেত চৌধুরী

২২/০২/২০২৩



সম্পাদকের কলাম

গল্প কাকে বলে? সাহিত্যের ভাষায় গল্পের সংজ্ঞা দিলে বলতে হয়; গল্প হলো, কোনো কাল্পনিক বা বাস্তব ঘটনার বিবরণ যা মানুষ ভাষায় প্রকাশ করে, লিখে কিংবা মুখে বলে। এক্ষেত্রে গল্পের বিষয়বস্তুর আভাস দেওয়া হয় গল্পের শিরোনামের মাধ্যমে। সেই গল্প যদি হয় আকর্ষণীয় তাহলে শুধু গল্প শুনেই এক রাত পার করে দেওয়া যায়। মানুষকে আকর্ষিত করার জন্য গল্পের কলকজার গাঁথুনি যদি হয় সুদৃঢ় চিত্তাকর্ষক তা হলে তো কথা-ই নেই। কিন্তু সুদৃঢ় বন্ধনীতে আবদ্ধ গল্পের ভাঁজে যদি থাকে ইতিহাসের আনকোরা উপাদান; যদি থাকে পৃথিবীশ্রেষ্ঠ মানুষগুলোর জীবনাচার তাহলে সেই গল্প শুধু গল্পই থাকে না; হয়ে ওঠে ইতিহাসের আলোচিত সারনির্যাস। ফলে মানুষ শুধু গল্পই পড়ে না; পড়ে একটি যুগের মানুষের জীবনাচার।

যে জীবনগল্পের ভাঁজে ভাঁজে থাকে শিক্ষণীয় উপাদান। থাকে সেই যুগের মানুষের জীবন ও যাপিত সময়ের আখ্যান। সময় ও কালের সাক্ষী হয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় গল্পভাষ্যের চিত্রিত বর্ণনায়।

এজন্যই কোনো কাল্পনিক বিষয়ে নয়; এ বইয়ের গল্পগুলো চিত্রিত হয়েছে দুনিয়া আখেরাতে চূড়ান্ত সফলতা লাভের একমাত্র দিশারী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব, উম্মাহর শেষ আশ্রয় প্রিয়তম রাসূল ^{সাদাতাহাজ} ^{আলাহিবি} ^{ওরাসাদ্দাম}—এর আলোকিত হাদিসের আলোকে। শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবিদের জীবনের নানান দিক হাদিসের ভাষা থেকে গল্পভাষ্যে রূপ দিয়েছে সাবিত চৌধুরী। একজন প্রতিভাবান তরুণ লেখিয়ে। তার লেখা গল্পভাষ্যগুলো পড়েই মুগ্ধ হয়েছি।

শিক্ষণীয় ও দিকনির্দেশনায় পূর্ণ এ গল্পগুলো তরুণ-কিশোরদের যেমন সুন্দরের পথ দেখাবে; তেমনি যে কোনো বয়সী পাঠকের মনে দাগ ফেলবে। নিজেদের সমৃদ্ধ ও সুন্দর জীবন গঠনের পাথেয় যোগাবে। সাবিত রুচিশীল চিন্তার অধিকারী। প্রখর মেধার অধিকারী এই তরুণ আলেম আগামী দিনে আরও সুন্দর ও ভালো কাজ দেবে সেই প্রত্যাশা করি। আল্লাহ তার সব কাজ দীন ও উম্মাহর কল্যাণে কবুল করুন। আখেরাতে নাজাতের ওসিলা বানান। আমিন।

সাজ্জাদ শরিফ

মরিয়ম ভিলা

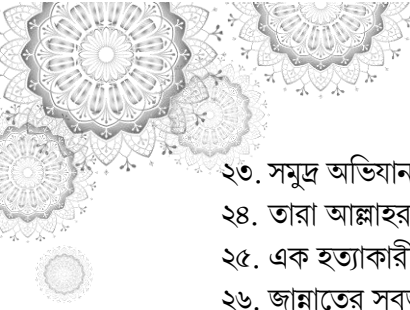
০৫-০১-২০২৩

সৃষ্টিপত্র

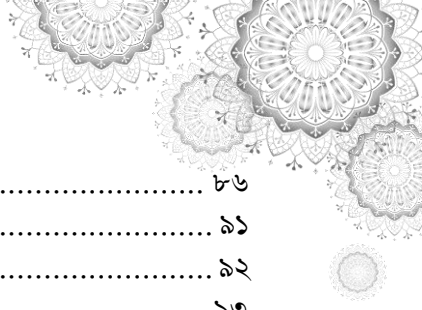
গল্প নং

পেজ নং

১. ওহি এলো তাঁর কাছে	১১
২. মেরাজের ঘটনা	১৩
৩. সদকার ফযিলত	১৭
৪. আবু বকর রা.-এর বরকত	১৮
৫. মক্কার এক যুবক মুসআব ইবনে উমাইর	২০
৬. নবীজির দোয়া	২১
৭. সন্তানদের প্রতি ইনসাফ করো	২২
৮. সিদ্দিক ও শহিদ	২২
৯. লাভজনক সম্পদ	২৩
১০. রাসুলের সত্যায়ন	২৪
১১. আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিতে ছাড় নেই	২৫
১২. হালাল আহারে অনন্য আবু বকর রা.	২৬
১৩. মেয়েদের প্রতি অনুগ্রহ	২৬
১৪. ইফক-অপবাদের ঘটনা	২৭
১৫. সুরা ফাতিহা ও এক রুকাইয়ার ঘটনা	৩৩
১৬. বিস্ময়কর মাছ	৩৪
১৭. জীবের প্রতি দয়া করা	৩৫
১৮. একজন শহীদের ঋণ আদায়	৩৫
১৯. সর্বোত্তম মানুষ : তুমিই দাজ্জাল	৩৬
২০. দাতার হাত গ্রহীতার হাতের উপরে	৩৭
২১. হাদিস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা	৩৮
২২. শয়তানের যম আয়াতুল কুরসি	৩৯



২৩. সমুদ্র অভিযান	৪১
২৪. তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করেছে.....	৪২
২৫. এক হত্যাকারী	৪৪
২৬. জান্নাতের সবুজ পাখি.....	৪৫
২৭. অঙ্গীকারপূর্ণকারী সেই ব্যক্তিটি	৪৬
২৮. নবীজি ^{সাদ্বাস্তাহ} আলাইহি ওয়াসাল্লাম -র রাত্রিযাপন	৪৭
২৯. উত্তম বস্তু দিচ্ছি.....	৪৮
৩০. ওপারের ভয়	৪৯
৩১. বনি ইসরাইলের অপবাদ	৫০
৩২. বিস্ময়কর সেই হারটি.....	৫১
৩৩. আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর জ্ঞানের গভীরতা	৫২
৩৪. আমাকে পুড়িয়ে দিয়ো	৫২
৩৫. প্রতিদানের কৃতজ্ঞতা	৫৩
৩৬. আবু বকর রা.-এর সন্তান-সন্ততিদের ফযিলত	৫৫
৩৭. পিপীলিকার গ্রাম.....	৫৫
৩৮. বিস্ময়কর গরু ও নেকড়ে	৫৬
৩৯. এক হাজার স্বর্গমুদ্রা	৫৭
৪০. গুহাবাসীর মুক্তি.....	৫৯
৪১. নবীজি ^{সাদ্বাস্তাহ} আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাদুগ্রন্থ হলেন	৬২
৪২. কোলের শিশু কথা বলে.....	৬৩
৪৩. রাসুল ^{সাদ্বাস্তাহ} আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ঈলার ঘটনা	৬৫
৪৪. বান্দা ও আল্লাহর কথোপকথন	৭১
৪৫. হাতিব তো মুনাফিক নয়!.....	৭৪
৪৬. রাসুলুল্লাহ ^{সাদ্বাস্তাহ} আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মু'জিয়া	৭৭
৪৭. রাসুলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারকারীর শাস্তি	৮০
৪৮. তুমি নামাজ পড়ো নি!	৮২
৪৯. অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া.....	৮৩
৫০. ইবরাহিম আ. ও অত্যাচারী বাদশা.....	৮৪
৫১. বিরলতম সততা	৮৬



৫২. খিজির আ. ও মুসা আ.	৮৬
৫৩. মুসা আ. ও জান কবজকারী ফেরেশতা	৯১
৫৪. শ্রেষ্ঠত্বের অনন্য আসনে আবু বকর রা.	৯২
৫৫. অসৎ নারী ও পিপাসার্ত কুকুর.....	৯৩
৫৬. কাব ইবনে মালেক রা.-এর তাওবা	৯৪
৫৭. বিস্ময়কর ডেকাচি	১০৪
৫৮. সুলায়মান আ.-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিচার	১০৫
৫৯. উম্মে সুলাইমের ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা	১০৬
৬০. হিংসা-বিদ্বেষ না করার প্রতিদান জান্নাত	১০৮
৬১. লোভের পরিণতি	১১১
৬২. বিচার দিবসের সঙ্গী.....	১১৩
৬৩. দাজ্জাল আসছে.....	১১৬

ওহি এলো তাঁর কাছে

নবীজি একদিন স্বপ্নে দেখেন, উষান্নিধ্ব প্রভাতের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে চারদিক। প্রথম ওহি রাসূল ^{সাব্বাহুত্} ^{আলাহুহি} ^{ওয়াসাল্লাম}—এর কাছে এভাবেই আসে। সত্য স্বপ্নরূপে। এরপর থেকে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি হেরা গুহায় নির্জনে থাকতে শুরু করেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আবার ফিরে যেতেন হেরা গুহায়। পরম প্রভুর বিভোর ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে যেতেন ইবাদতের জায়নামাজে।

খাবার শেষ হলে প্রিয়তমা খাদিজার কাছে ফিরে এসে খাবার নিয়ে যেতেন।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিলো দিন। অন্যান্য দিনের মতোই সেদিন ধ্যানমগ্ন ছিলেন প্রিয়নবী। উম্মাহর মুক্তিচিন্তায় বিভোর তিনি। এমন সময় আসমানের ফেরেশতা সরদার নেমে এলেন মাটির এই হেরা গুহায়। জিবরিলে আমিন আ. তিনি।

ফেরেশতা তাকে বললেন—

—পড়ো,

—আমি তো পড়তে জানি না। নবীজির সরল উত্তর।

জিবরিল আ. তাঁকে বুকের সাথে জোরে চেপে ধরলেন। তারপর বললেন—

—পড়ো,

—আমি পড়তে পারি না।

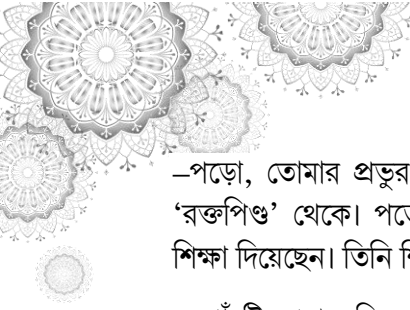
ফেরেশতা সরদার আবারও তাঁকে বুকের সাথে চেপে ধরলেন। এত জোরে চাপ দিলেন যে, প্রাণ ওঠাগত হওয়ার উপক্রম। ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন—

—পড়ো।^১

—আমি পড়তে জানি না। রাসূলের বিনীত জবাব।

হযরত জিবরিল আ. আবারও বুকে জড়িয়ে তৃতীয়বারের মত জোরে চাপ দিলেন। ছেড়ে দিয়ে বললেন—

১. সূরা আলাক : ১



—পড়ো, তোমার প্রভুর নামো যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ‘রক্তপিণ্ড’ থেকে। পড়ো, তোমার প্রভু মহিমাযিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।^১

এ পাঁচটি আয়াত নিয়ে রাসুলুল্লাহ ^{পাক্কাহাছ আল্লাহ্‌হি ওয়াসাল্লাম} ফিরে এলেন। তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। ভয় পেলেন। তিনি খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদকে বললেন, আমাকে চাঁদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাঁদর দিয়ে ঢেকে দাও।^২ তিনি চাঁদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। পরম মমতায় জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর ভয় দূর হল। তখন তিনি খাদিজা রা-এর কাছে সব খুলে বললেন। নিজের জীবন নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। খাদিজা রা. তাঁকে অভয় দিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনও অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহার করেন, অসহায়-দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন।

খাদিজা রা. তাঁকে নিয়ে চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে গেলেন, যিনি জাহেলি যুগে ঈসায়ি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানি ভাষা জানতেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে ইবরানি ভাষায় ইনজিল অনুবাদ করতেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা রা. তাঁকে বললেন, চাচাতো ভাই আমার! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা! তুমি কী দেখ? রাসুল ^{পাক্কাহাছ আল্লাহ্‌হি ওয়াসাল্লাম} সব বিস্তারিত বললেন।

তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, তিনি সেই দূত-যাকে আল্লাহ মুসা আ.-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার স্বজাতি তোমাকে বের করে দেবে। রাসুল বললেন, তাঁরা কী আমাকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অতীতে যে ব্যক্তিই তোমার মতো দীন নিয়ে এসেছেন; তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে সর্বাঙ্গক সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা রা. ইন্তেকাল করেন।

১. সূরা আলাক : ১-৫

ওচো! সতর্ক কৰো :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একদিন আমি হাঁটছিলাম, আকাশ থেকে হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকলাম। দেখলাম, সেই ফেরেশতা, যিনি হেঁরায় এসেছিলেন আমার কাছে, আসমান ও জমিনের মাঝখানে একটি কুরসিতে বসে আছেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তখন আল্লাহ তায়াল্লা এই আয়াত নাজিল করলেন, ‘হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।’^১ এরপর ওহি অবতীর্ণ হওয়ার ধারা জারি থাকে।^২



১. সূরা মুযাশ্শিল : ১-৪

২. সহিহ বুখারি : ৩



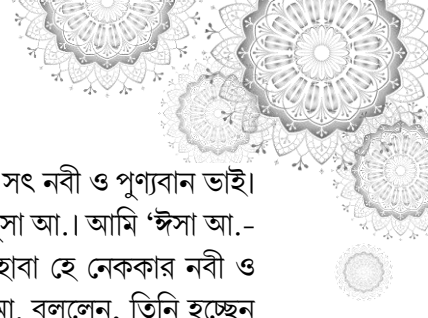
মেরাজের ঘটনা

রাসূলুল্লাহ ^{পাশাওয়াজ} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} বলেন, আমি মক্কায় অবস্থানকালে জিবরিল আ. ঘরের ছাদ উন্মুক্ত করে আমার ঘরে এলেন। আমার রক্ষ বিদীর্ণ করে জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে দিলেন। সোনার পাত্রভর্তি ঈমান ও হেকমত এনে আমার বুকে ঢেলে দিয়ে তা রক্ষ করে দিলেন। এরপর আমাকে নিয়ে চললেন মেরাজের পথে। আমাকে নিয়ে দুনিয়ার আকাশে এসে জিবরিল আ. বললেন দরজা খোলো। আসমানের রক্ষক বললেন, কে আপনি? জিবরিল আ. বললেন, আমি জিবরিল আ.। (আকাশের রক্ষক) বললেন, আপনার সঙ্গে কেউ আছেন কি? জিবরিল বললেন, হ্যাঁ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছেন।

রক্ষক বললেন, তাকে কী ডাকা হয়েছে? জিবরিল বললেন, হ্যাঁ। আমাদের জন্য দুনিয়ার আসমান খুলে দেওয়া হলে প্রবেশ করে দেখি এক ব্যক্তি বসে আছেন। তাঁর ডানে কিছু মানুষের আকৃতি এবং বামে কিছু মানুষের আকৃতি রয়েছে। তিনি ডান দিকে তাকালে হেসে ওঠেন। আবার বামে তাকালে কেঁদে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, স্বাগতম হে নেককার নবী ও নেককার সন্তান। আমি জিবরিল আ.-কে বললাম, কে এই ব্যক্তি? তিনি বললেন, তিনি আদম আ.। আর তার ডানে বামে রয়েছে তাঁর সন্তানদের রূহ। ডান পাশের লোকেরা জান্নাতী এবং বাম পাশের লোকেরা জাহান্নামী। তাই তিনি ডান দিকে তাকালে হাসেন আর বাম দিকে তাকালে কাঁদেন।

জিবরিল আ. আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন। এরপর তার রক্ষককে বললেন, দরজা খোলো। এই দ্বার রক্ষকও প্রথম রক্ষকের মতই প্রশ্ন করলেন। পরে দরজা খুলে দেওয়া হল।...

জিবরিল আ. আমাকে নিয়ে ইদরিস আ.-এর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন, স্বাগতম হে নেককার ভাই ও পুণ্যবান নবী। আমি বললাম, তিনি কে? জিবরিল বললেন, তিনি হচ্ছেন ইদরিস আ.। আমি মুসা আ.-এর সামনে



দিয়ে অতিক্রম করার সময় তিনি বলেন, মারহাবা হে সৎ নবী ও পুণ্যবান ভাই। আমি বললাম, তিনি কে? জিবরিল বললেন, তিনি মুসা আ.। আমি ‘ঈসা আ.-এর কাছে দিয়ে অতিক্রমের সময় তিনি বলেন, মারহাবা হে নেককার নবী ও পুণ্যবান ভাই। আমি বললাম, তিনি কে? জিবরিল আ. বললেন, তিনি হচ্ছেন ঈসা আ.। আমি ইবরাহিম আ.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তিনি বলেন, মারহাবা হে পুণ্যবান নবী ও নেক সন্তান। আমি বললাম, তিনি কে? জিবরিল আ. বললেন, তিনি হচ্ছেন ইবরাহিম আ.।

আমাকে আরও উপরে উঠানো হল। এমন এক সমতল স্থানে এসে আমি উপনীত হই যেখানে আমি লেখার শব্দ শুনতে পাই।

আল্লাহ আমার উন্মত্তের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন এবং আমি তা নিয়ে ফিরে আসি। কিন্তু মুসা আ.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় তিনি বললেন, আল্লাহ আপনার উন্মত্তের উপর কী ফরজ করেছেন? আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। তিনি বললেন, আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট ফিরে যান। কারণ, আপনার উন্মত্ত তা আদায় করতে পারবে না।

আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ তায়ালা কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি মুসা আ.-এর কাছে পুনরায় গিয়ে বললাম, কিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আপনি আবার আপনার প্রভুর কাছে যান। কারণ আপনার উন্মত্ত এটিও আদায় করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরও কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া হলো। আবারও মুসা আ.-এর কাছে গেলে তিনি বললেন, আপনি আবার আপনার প্রতিপালকের কাছে যান। কারণ আপনার উন্মত্ত তাও আদায় করতে পারবে না। তখন আমি আবার গেলে আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে বললেন, এই পাঁচই (নেকির দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (বলে গণ্য হবে)। আমার কথার কোনো রদবদল হয় না। আমি এবার মুসা আ.-এর কাছে ফিরে এলে তিনি বললেন, আপনি আপনার প্রভুর কাছে আবারও যান। আমি বললাম, এবার আমি আমার প্রভুর কাছে যেতে লজ্জাবোধ করছি।

এরপর জিবরিল আ. আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা^১ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তখন তা বিভিন্ন রঙে আবৃত ছিল, যার তাৎপর্য সম্পর্কে আমার জানা নেই। আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হলে দেখতে পেলাম সেখানে আছে মুক্তোমালা; জান্নাতের মাটি হচ্ছে কস্তুরী।^২



কাল্পনিক চিত্র

১. সিদরাতুল-মুনতাহা (আরবি: سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى ; ‘প্রান্তস্থিত কুলবৃক্ষ’) হল একটি বিশাল রহস্যময় কুল গাছ বা সিদর গাছ; (সূরা নাযম : ১৩ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।) যা সপ্তম আসমানের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ইসলামি বিশ্বাস অনুসারে, সেই সীমানার পরে কোনও সৃষ্টিই অতিক্রম করতে পারে না। একমাত্র মুহাম্মদ পাদশাহ্ জালালুহি ওয়ালায়্যাহি ইসরা ও মেরাজের সময় এটি অতিক্রমের অনুমতি পান এবং তিনি ফেরেশতাদের সর্দার জিবরীল আ.-কে নিয়ে গাছের দিকে যাত্রা করেন (যেখানে ফেরেশতা থামলেন)। আর গাছ অতিক্রমের পরে তিনি আল্লাহর সাক্ষাত পান এবং সেখানে তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার বিধান পান।

২. সহিহ বুখারি : ৩৪৯

আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিতে ছাড় নেই

মাখজুম গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করে। মহিলার এমন কর্মকাণ্ড কোরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্দিগ্ন করে তুলে। তারা পরস্পরে আলোচনা করতে থাকে যে, আল্লাহর রাসুলের কাছে তার শাস্তি মওকুফের বিষয়ে কে কথা বলবে? কে-ই বা নবীজির কাছে তার ব্যাপারে সুপারিশ করবে? অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল, রাসুলের অন্যতম প্রিয় ও আস্থাভাজন সাহাবি উসামা বিন জায়েদ রা. এ ব্যাপারে রাসূল ^{সান্তাওয়াহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম}-এর সাথে কথা বলবে এবং তার সুপারিশ করবে।

উসামা বিন জায়েদ রা. রাসুলের কাছে গেলেন। অপরাধী ওই মহিলার ব্যাপারে কথা বলে শাস্তি মওকুফের সুপারিশ করেন। তখন রাসূল রাগান্বিত হয়ে বলেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনকারিনীর জন্য সুপারিশ করছ?

রাসূল ^{সান্তাওয়াহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম} দাঁড়িয়ে খুতবা দিয়ে বলেন, তোমাদের পূর্বে অনেক জাতি শুধু একারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের সম্ভ্রান্ত কোনো ব্যক্তি চুরি করলে কোনো শাস্তি ছাড়াই ছেড়ে দিত। কিন্তু কোনো গরিব বা সাধারণ মানুষ চুরি করলে তার ওপর ‘হদ’ বা শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করত তাহলেও আমি তার হাত কেটে দিতাম।^১

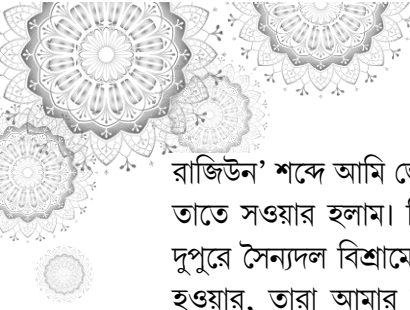
ইফক-অপবাদের ঘটনা

আয়েশা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ ^{সাদ্বাহ} ^{আলাহিহি} ^{ওয়াসাল্লাম} কোনো সফরে বের হলে স্ত্রীদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে সঙ্গিনী নির্বাচন করতেন। লটারিতে যার নাম আসত তাকেই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি লটারি করলে আমার নাম এলো। আমি তাঁর সঙ্গে (সফরে) বের হলাম। এটা পর্দার বিধান নাজিলের পরবর্তী সময়ের ঘটনা। উটের হাওদায় থাকাবস্থায় আমাকে নামানো-উঠানো হতো। এভাবেই পুরো সফর শেষ করি। যুদ্ধ শেষে রাসুল ^{সাদ্বাহ} ^{আলাহিহি} ^{ওয়াসাল্লাম} মদিনার নিকটে চলে এলে রাতেই ফিরবেন বলে ঘোষণা দেন। এ সময় সৈন্যদল রেখে আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে ফিরে আসি। এমন সময় গলায় হাত দিয়ে খেয়াল করি যে, দেশীয় সাদা-কালো পাথরের আমার ‘আযফার’ মালাটি কোথাও পড়ে গেছে। আমি আমার মালা খুঁজতে বেরিয়ে গেলাম।

হারটি খুঁজতে খুঁজতে অনেক দেরি হয়ে যায়। ততক্ষণে হাওদা উঠানোর দায়িত্বপ্রাপ্তরা আমার হাওদা উঠিয়ে উটের পিঠে রেখে দেয়। তাদের ধারণা ছিল যে, আমি হাওদাতেই আছি। তখনকার মেয়েরা হালকা-পাতলা হত, মোটা সোটা হত না। কেননা খুব সামান্য খাবার তারা খেতে পেত। তাই হাওদা উঠানোর সময় এর ভার তাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হল না। তদুপরি সে সময় আমি অল্প বয়স্কা কিশোরী, খুবই হ্যাংলা-পাতলা ছিলাম। তারা হাওদা বসিয়ে উট হাঁকিয়ে রওনা হয়ে যায়।

হার পাওয়ার পর ফিরে এসে দেখি কেউ নেই। আমি আমার জায়গায় বসে রইলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমাকে না পেয়ে তারা আবার এখানে ফিরে আসবে। বসে থাকা অবস্থায় আমার দু’ চোখে ঘুম এলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল, যিনি প্রথমে সুলামী এবং পরে যাকওয়ানী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, সৈন্যদলের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। সকালবেলা তিনি আমার কাছাকাছি এসে পৌঁছেন। একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন।

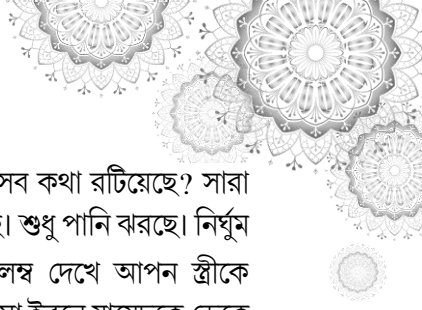
পর্দার বিধান নাযিলের আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তাই তিনি আমাকে দেখে চিনে ফেললেন। উট বাসানোর সময় তার ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি



রাজিউন’ শব্দে আমি জেগে উঠি। তিনি উটের সামনের পা চেপে ধরলে আমি তাতে সওয়ার হলাম। তিনি আমাকে নিয়ে সাওয়ারী হাঁকিয়ে চললেন। ঠিক দুপুরে সৈন্যদল বিশ্রামের সময় আমরা এসে পৌঁছলাম। সে সময় যারা ধ্বংস হওয়ার, তারা আমার নামে অপবাদ রটানোর মাধ্যমে ধ্বংস হল। অপবাদ রটনায় নেতৃত্ব দিয়েছিল, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল।

আমরা মদিনায় এলাম। আসার পর আমি একমাস অসুস্থতায় ভুগলাম। এদিকে কতিপয় ব্যক্তি অপবাদ রটনাকারীদের রটনা নিয়ে চর্চা করতে থাকল। অসুস্থতার সময় একটা বিষয় আমাকে সন্ধিদ্ধ করে তোলে। আমি অসুস্থ থাকাকালীন রাসুল ^{সাদ্বাহ্ব আলহাই ওয়াসাল্লাম}-এর স্নেহ সচরাচর অনুভব করতাম, এবার তা পাচ্ছিলাম না। ঘরে প্রবেশ করে তিনি শুধু সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, কেমন আছ? অথচ অপবাদের বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। (একরাতে) আমি ও উম্মু মিসতাহ প্রয়োজন সারার উদ্দেশ্যে ময়দানে বের হলাম। আমরা রাতেই শুধু সেদিকে যেতাম। আমাদের ঘরগুলোর নিকটে ‘বাথরুম’ বানানোর আগে; জঙ্গলে কিংবা দূরবর্তী স্থানে প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা প্রথমযুগের আরবদের মতোই ছিল। আমি ও উম্মু মিসতাহ হাঁটছিলাম। এমন সময় উম্মু মিসতাহ হোঁচট খায়। তখন সে বলল, মিসতাহর জন্য অভিশাপ! আমি বললাম বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীকে অভিশাপ দিচ্ছ? সে বলল, হে সরলমনা! তারা যেসব কথা ছড়িয়েছে, তুমি কি কিছুই শোননি? তখন সে অপবাদ রটনাকারীদের সব রটনা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করে।

তখন আমার অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। আমি ঘরে ফিরলে রাসুল্লাহ ^{সাদ্বাহ্ব আলহাই ওয়াসাল্লাম} জানতে চান, কেমন আছ? আমি বললাম, আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। আসলে আমি আমার পিতা-মাতার নিকট থেকে এ বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রাসুল্লাহ ^{সাদ্বাহ্ব আলহাই ওয়াসাল্লাম} আমাকে অনুমতি দিলে আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গেলাম। আমি মাকে বললাম, লোকেরা কী বলাবলি করছে? তিনি বললেন, ওহে মা! ব্যাপারটাকে হালকাভাবেই গ্রহণ কর। আল্লাহর শপথ! এমন সুন্দরী রমণী খুব কমই আছে, যাকে তার স্বামী ভালোবাসে আর তার একাধিক সতীনও আছে; অথচ ওরা তাকে উত্যক্ত করে

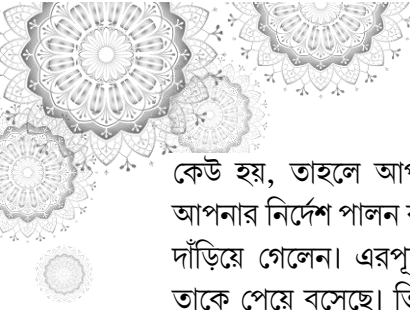


না। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! লোকেরা সত্যিই এসব কথা রটিয়েছে? সারা রাত এভাবে কাটালাম যে, চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। শুধু পানি বরছে। নির্ধুম একটি রাত কাটালাম। রাসুলুল্লাহ ^{সাদ্দাওয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ওহির বিলম্ব দেখে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগের ব্যাপারে আলি ইবনে আবু তালিব ও উসামা ইবনে যায়েদকে ডেকে পাঠালেন। যাই হোক, উসামা নবী ^{সাদ্দাওয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর ভালোবাসার প্রতি লক্ষ্য করে পরামর্শ দিয়ে বললেন, আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কসম! তাঁর সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমরা জানি না।

আলি ইবনে আবু তালিব রা. বললেন, আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ আপনার পথ কিছুতেই সংকীর্ণ করেননি। সে ছাড়া আরও অনেক নারী আছে। আপনি না হয় বাঁদীকে জিঙ্গেস করুন সে আপনাকে সত্য কথা বলবে। রাসুলুল্লাহ ^{সাদ্দাওয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} তখন (বাঁদী) বারিরাকে ডেকে জিঙ্গেস করলেন, বারিরা! তুমি কি তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেয়েছ? বারিরা বলল, আপনাকে যিনি সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম করে বলছি, না, তেমন কিছু দেখিনি। এই একটি অবস্থায়ই দেখেছি যে, তিনি অল্পবয়স্কা কিশোরী। তাই আটা খামির করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সেই ফাঁকে বকরি এসে তা খেয়ে ফেলে। সে দিনই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার উপায় জিঙ্গেস করলেন। রাসুলুল্লাহ ^{সাদ্দাওয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বললেন,

আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তার প্রতিকার কে করবে? আল্লাহর কসম, আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না। এমন ব্যক্তিকে জড়িয়ে তারা কথা তুলেছে, যার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছুই জানি না। সে তো আমার অনুপস্থিতিতে কখনও আমার ঘরে প্রবেশ করত না।

তখন সাদ ইবনে মু'আয রা. দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কসম, আমি তার প্রতিকার করব। যদি সে আউস গোত্রের কেউ হয়ে থাকে, তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দেবো; আর যদি সে আমাদের খায়রাজ গোত্রীয় ভাইদের



কেউ হয়, তাহলে আপনি তার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দিবেন, আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব। খায়রাজ গোত্রপতি সাদ ইবনে ‘উবাদা রা. তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপূর্বে তিনি উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন। আসলে গোত্রপ্রীতি তাকে পেয়ে বসেছে। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না, সে শক্তি তোমার নেই। তখনই উসায়িদ ইবনে হুজাইর রা. দাঁড়িয়ে বললেন, তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করে ছাড়ব। আসলে তুমি একজন মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ হয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছ। অতঃপর আউস ও খায়রাজ উভয় গোত্রই উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমনকি রাসুলুল্লাহ ^{সাদ্বাস্তাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম} মিস্রারে থাকা অবস্থায়ই তারা লড়াইয়ে উদ্যত হয়ে পড়ে। তখন তিনি মিস্রার থেকে নেমে তাদের থামালেন। সবাই শান্ত হল আর তিনিও নীরবতা অবলম্বন করলেন। চারিদিকে পিনপতন নীরবতা ছেয়ে গেল।

‘আয়েশা রা. বলেন, সেদিন সারাক্ষণ আমি কাঁদলাম, আমার চোখের পানিও শুকায়নি এবং ঘুমের লেশমাত্রও ছিল না। আমার পিতা-মাতা আমার পাশে পাশেই ছিলেন। পুরো রাত দিন আমি কেঁদেই কাটলাম। আমার মনে হল, কান্না বুঝি আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দেবে। ইতোমধ্যে এক আনসারি মহিলা ভিতরে আসার অনুমতি চাইল। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও আমার সঙ্গে বসে কাঁদতে থাকে। এমন সময় রাসুলুল্লাহ ^{সাদ্বাস্তাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম} প্রবেশ করে বসলেন।... হামদ ও সানা পড়ে তিনি বললেন, আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এ ধরনের কথা আমার কাছে পৌঁছেছে। তুমি নির্দোষ হলে আল্লাহ অবশ্যই তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করবেন। কিন্তু যদি তুমি কোনো গুনাহে জড়িয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইসতিগফার করো। কেননা, বান্দা নিজের পাপ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তাওবা কবুল করেন। তিনি যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি এক বিন্দু অশ্রুও আমি অনুভব করলাম না। আমার পিতাকে বললাম, আল্লাহর রাসুলকে আমার পক্ষ থেকে জবাব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝে উঠতে পারছি না, আল্লাহর রাসুলকে কী বলব? আমার মাকে বললাম, আমার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসুলের কথার জবাব দিন। তিনিও বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝি উঠতে পারছি না, আল্লাহর রাসুলকে কী বলব? আমি তখন অল্প বয়স্কা

কিশোরী। কুরআনও খুব অধিক পড়িনি। তবুও আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমার জানতে বাকী নেই যে, লোকেরা যা রটছে, তা আপনারা শুনতে পেয়েছেন এবং আপনাদের মনে তা গেঁথে গেছে, ফলে আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি আপনাদের বলি যে, আমি নিষ্পাপ আর আল্লাহ জানেন, আমি অবশ্যই নিষ্পাপ, তবু আপনারা আমার সে কথা বিশ্বাস করবেন না। যদি আপনাদের থেকে কোনো বিষয় আমি স্বীকার করি, অথচ আল্লাহ জানেন আমি নিষ্পাপ তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে বিশ্বাস করে নিবেন। আল্লাহর কসম! ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতার ঘটনা ছাড়া আমি আপনাদের জন্য উত্তম কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। যখন তিনি বলেছিলেন,

পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার জন্য শ্রেয়। আর তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।^১

আমি আমার বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করে নিলাম। এটা আমি অবশ্যই আশা করছিলাম যে, আল্লাহ আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম! এ আমি ভাবিনি যে, আমার ব্যাপারে কোনো ওহি নাজিল হবে। কুরআনে আমার ব্যাপারে কোনো কথা বলা হবে, এ বিষয়ে আমি নিজেকে উপযুক্ত মনে করি না। তবে আমি আশা করছিলাম যে, আল্লাহর রাসূল এমন কোনো স্বপ্ন দেখবেন, যা আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবে। কিন্তু আল্লাহর কসম! তিনি তাঁর আসন ছেড়ে তখনও উঠে যাননি এবং ঘরের কেউ বেরিয়েও যায়নি, এরই মধ্যে তাঁর উপর ওহি নাজিল হতে শুরু করে এবং (ওহি নাযিলের সময়) তিনি যে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতেন, সেই অবস্থার সম্মুখীন হন। এমনকি কণকণে শীতের দিনেও তার শরীর থেকে মুক্তার মতো ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ত। যখন রাসুলুল্লাহ ^{সাদ্বাস্তাহ্ আল্লাহিহি ওয়াসাদ্বাস্তাহ্} থেকে ওহির সে অবস্থা কেটে গেল, তখন তিনি হাসছিলেন। প্রথম যে বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করলেন তা ছিল এই যে, আমাকে বললেন, হে ‘আয়েশা! আল্লাহর প্রশংসা করো। কেননা, তিনি তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। আমার মা তখন আমাকে বললেন, রাসুলুল্লাহ ^{সাদ্বাস্তাহ্ আল্লাহিহি ওয়াসাদ্বাস্তাহ্} – এর নিকট যাও। (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর) আমি বললাম, না, আল্লাহর কসম!

১. সূরা ইউসুফ : ১৮

আমি তাঁর নিকট যাবো না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও প্রশংসাও করব না।
আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাজিল করেন,

إِنَّ الدِّينَ جَاءُ وَإِلَّا فَلَكَ عُصْبَةٌ.

নিশ্চয়ই যারা এ অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল।^১

যখন আমার পক্ষে আয়াত নাজিল হল তখন আবু বকর সিদ্দিক রা. বললেন, আল্লাহর কসম! নিকটাত্মীয়তার কারণে মিসতাহ ইবনে উসামার জন্য আমি যে খরচ করতাম, আয়েশা সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলার পর মিসতাহর জন্য আমি আর কখনও খরচ করব না। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাজিল করলেন।

وَلَا يَأْكُلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا إِلَى قَوْلِهِ
غَفُورٌ رَحِيمٌ.

‘তোমাদের মধ্যে যারা নিয়ামতপ্রাপ্ত ও সচ্ছল, তারা যেন দান
করবে না এ মর্মে শপথ না করে...আল্লাহ ক্ষমাশীল ও
মেহেরবান।’^২

তখন আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই চাই আল্লাহ
আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি মিসতাহকে যা দিতেন, তা পুনরায় দেওয়া শুরু
করেন। রাসুলুল্লাহ <sup>সাদ্বাস্তাহ
আলাহিহি
ওয়াসাদ্বাস্তাহ</sup> যায়নাব বিনতে জাহাশকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস
করেছিলেন, যায়নাব! তুমি কী জান, তুমি কী দেখেছ? তিনি বললেন, আল্লাহর
রাসুল! আমি আমার কান, আমি আমার চোখের হেফাজত করতে চাই। আল্লাহ
কসম! তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমি জানি না। আয়েশা রা. বলেন,
অথচ তিনিই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু পরহেয়গারীর কারণে আল্লাহ
তাঁর হিফায়ত করেছেন।^৩

১. সূরা নূর : ১১

২. সূরা নূর : ২২

৩. সহিহ বুখারি : ২৬৬১

সুরা ফাতিহা ও এক রুকাইয়ার ঘটনা

একদল সাহাবি কোনো এক সফরে বের হয়ে এক আরব গোত্রে পৌঁছে তাদের মেহমান হতে চাইলেন। কিন্তু তারা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করে; সেই গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হল। গোত্রের সবাই তার সুস্থতার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। কোনো উপকারই হলো না। তখন কোনো একজন তাদের বললো, যে কাফেলা এখানে অবতরণ করেছে তাদের কাছে যাও; হয়তো তাদের কাছে কোনো ব্যবস্থা থাকতে পারে।

ওরা কাফেলার কাছে গিয়ে বলল, হে যাত্রীদল! আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আমরা সব রকমের চেষ্টা করলেও কোনো উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারও কাছে কিছু আছে কি? তাদের (সাহাবিদের) একজন বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম আমি ঝাড়-ফুঁক করতে পারি। আমরা তোমাদের মেহমান হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা আমাদের গ্রহণ করেনি। সুতরাং তোমরা আমাদের জন্য কোনো পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করলে আমি কিছুতেই ঝাড়ফুঁক করব না।

তখন তারা এক পাল বকরির শর্তে চুক্তিবদ্ধ হল। তারপর তিনি গিয়ে اَلْحَمْدُ)

(سُورَةُ الْفَاتِحَةِ) ‘আলহামদু লিল্লাহি রাবিবল আলামিন’ (সুরা ফাতিহা) পড়ে তার ওপর ফুঁ দিতে থাকেন। সে এমনভাবে সুস্থ হল যেমন কোনো অসুখই ছিল না। আবার এমনভাবে চলাফেরা করতে থাকে যেন তার কোনো কষ্টই নেই। তারপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। সাহাবিদের কেউ কেউ বলেন, এগুলো বণ্টন কর। কিন্তু যিনি ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন তিনি বললেন, এখন এগুলো বণ্টন করব না, আমরা পুরো ঘটনা রাসূল ^{সাদ্বাহু} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} -কে বলার পর তিনি যে নির্দেশ দিবেন আমরা তা-ই করব। এরপর ফিরে এসে পুরো ঘটনা রাসূলকে বলা হলে তিনি বললেন, তুমি কীভাবে জানলে যে, সুরা ফাতিহা একটি দোয়া? তারপর বলেন, তোমরা ঠিকই করেছ। বণ্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখো। এ কথা বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিলেন।

শয়তানের যম আয়াতুল কুরসি

আবু হুরায়রা রা.-কে আল্লাহর রাসূল রমজানে যাকাত সংরক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। একবার এক ব্যক্তি মুঠ ভরে খাবার নিয়ে যেতে থাকে। তখন তিনি তাকে পাকড়াও করে বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে যাবো। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্ত। আমার কাঁধে পরিবারের কঠিন দায়িত্ব, তাই এগুলো আমার খুব প্রয়োজন। তার কথা শুনে আবু হুরায়রা রা. তাকে ছেড়ে দিলেন।

সকাল হলো নবীজি <sup>সাদ্বাহ্বাহু
আলাহুইহি
ওয়াসাল্লাম</sup> তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরাইরা! তোমার রাতের বন্দিকে কি করলে? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার-পরিজনের কথা বলায় আমার দয়া হয়, তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নবীজি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, ‘সে আবার আসবে’ নবীজির এ কথার কারণে আমার বিশ্বাস ছিলো, অবশ্যই সে আবার আসবে। তাই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। ওই লোকটি এসে পুনরায় অঞ্জলি ভরে খাদ্য সামগ্রী নিতে থাকে। আমি ধরে বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল <sup>সাদ্বাহ্বাহু
আলাহুইহি
ওয়াসাল্লাম</sup> -এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব আছে, আমি আর আসব না। তার প্রতি আবারও দয়া হল। তাই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন।

সকাল হলে রাসূল <sup>সাদ্বাহ্বাহু
আলাহুইহি
ওয়াসাল্লাম</sup> আবু হুরায়রা রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা! তোমার বন্দি কোথায়? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই ছেড়ে দিয়েছি। নবীজি বললেন, খবরদার! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই তিনি তৃতীয়বারের মতো অপেক্ষা করতে থাকেন।



সে আবার এসে অঞ্জলি ভরে খাদ্য নিতে থাকে। আবু হুরায়রা তাকে পাকড়াও করে বলেন, আজ তোমাকে রাসুল ^{পাশাওয়াহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম}-এর কাছে নিয়ে যাব। এ হলো তিনবারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার না আসার অঙ্গীকার করলেও বার বার ফিরে এসেছ। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, সেটা কী? সে বলল, যখন তুমি রাতে শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসী (يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) আয়াতের শেষ পর্যন্ত) পড়বে; তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তিনি তাকে পুনরায় ছেড়ে দিলেন।

ভোর হলে রাসুল ^{পাশাওয়াহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম} বললেন, গত রাতে তোমার বন্দি কী করল? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসুল! সে আমাকে এমন কিছু বাক্য শেখাতে চাইল যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে নিরাপদ রাখেন। নবীজি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসি (يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) প্রথম থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার কাছে কোনো শয়তান আসতে পারবে না।

সাহাবায়ে কেরাম কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। নবীজি ^{পাশাওয়াহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম} বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে মিথ্যুক, তবে তোমাকে এবার সে সত্য কথা বলেছে। আবু হুরায়রা! তুমি কি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে। আবু হুরায়রা রা. বললেন, না। নবীজি বললেন, সে ছিল শয়তান!*



উত্তম বস্তু দিচ্ছি

জান্নাতী নারীদের সরদার, নারীকুলের শিরোমনি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মহামানবের কন্যা, আদরের দুলালি। অথচ নিজেই সংসারের যাবতীয় কাজ করছেন। ঘানিতে যব পিষে আটা তৈরি করছেন। একবার স্বামী বাইরে থেকে এলে ঘানিতে যব পিষে আটা তৈরি করতে কষ্ট হওয়ার কথা তাকে জানানেন। স্বামী পরম মমতায় জানানেন, একটা ব্যবস্থা নিবেন। সেই জান্নাতী রমনী আর কেউ নন তিনি হলেন ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ সা। তাঁর স্বামী হলো আলি রা।

ইতিমধ্যে তারা জানতে পারলেন, রাসুলের কাছে কয়েকজন যুদ্ধবন্দি নিয়ে আসা হয়েছে। তাই ফাতেমা রা. নিজ পিতা রাসুলে আরাবি মুহাম্মদ মুস্তফা সা. এর ঘরে গেলেন। কিন্তু বাবাকে ঘরে না পেয়ে আশ্মাজান আয়েশা রা. এর নিকট নিজ প্রয়োজনের কথা বিনীত আরজ করলেন। বাবা এলে যেনো তাঁকে তাঁর দুঃখ দুর্দশাগ্রস্থ মেয়ের কথা জানান। রাসুল সা. ঘরে ফিরলে আশ্মাজান আয়েশা রা পুরো বিষয় বিস্তারিত বলেন। রাসুল সা. রাতের বেলায় মেয়ের ঘরে যান। সে সময় তারা বিছানায় শুয়ে ছিলেন। নবীজিকে দেখে উঠে বসতে প্রস্তুত হবেন, কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানেই থাকো। এরপর আলি রা. তার বুকে নবীজির পায়ের শীতলতা অনুভব করলেন। নবীজি বললেন, আমি তোমাদের আরজি ও দুঃখের কথা শুনেছি। তোমরা যা চাচ্ছে তার চাইতে উত্তম বস্তু কী তোমাদের দেবো না?! এরপর তিনি বললেন, তোমরা শোয়ার সময় তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়বে। তোমাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু থেকে এটাই অধিক উত্তম।^১

আবু বকর রা.এর সন্তান-সন্ততিদের ফযিলত

আয়েশা রা. রাসূল ^{সাদ্বাস্তাহ্ আলহাই ওয়াসাল্লাম} -এর সাথে সফরে বের হন। বায়যা কিংবা জাতুল জায়শ অঞ্চলে গেলে তাঁর একটি হার হারিয়ে যায়। এ সময় নবীজি কাফেলা থামিয়ে দিলেন হার খোঁজার জন্য। অথচ তাঁরা পানির কাছে ছিলেন না।

কাফেলার মানুষজন আবু বকর রা.-এর কাছে গিয়ে বলে, আপনি দেখেছেন আয়েশা কী করেছে? সে কাফেলা আটকে দিয়েছে। অথচ তাদের কাছে কোনো পানি নেই। তাঁদের আশপাশেও পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। তখন আবু বকর রা.- তার কাছে এসে বললেন, তুমি রাসূল ^{সাদ্বাস্তাহ্ আলহাই ওয়াসাল্লাম} ও অন্যান্যদের আটকে দিয়েছ। অথচ আশপাশে কোথাও পানি নেই। এ সময় রাসূল ^{সাদ্বাস্তাহ্ আলহাই ওয়াসাল্লাম} আয়েশা রা.এর উরুতে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। আবু বকর রা. যা-ইচ্ছা তা-ই বলে তাঁর কোমরে আঘাত করেন। রাসূল ^{সাদ্বাস্তাহ্ আলহাই ওয়াসাল্লাম} -এর মাথা তাঁর উরুতে থাকায় তিনি নড়তে পারছিলেন না। আল্লাহর রাসূল ^{সাদ্বাস্তাহ্ আলহাই ওয়াসাল্লাম} -ভোরে উঠলেন, কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তায়াল্লা তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল করলেন। সবাই তায়াম্মুম করে নিলেন। উসায়দ ইবনে হুযাইর রা. বললেন, হে আবু বকরের পরিবারবর্গ! এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তারপর আমার উটকে দাঁড় করালে দেখি আমার গলার হারটি তার নিচে পড়ে আছে।^১

পিপীলিকার গ্রাম

অনেক দিন আগের কথা। আল্লাহর একজন প্রিয় নবী গাছের নিচে বসে আরাম করছেন। প্রয়োজনীয় আসবাব ও থলেগুলো পাশেই আছে। এমন সময় একটি পিপড়া তাঁকে কামড়ে দেয়। তখন তিনি তাঁর আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। তাঁর জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা হয়। তিনি এবার পিপড়ার বসতি জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে পিপড়ার বাসা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। একজন নবীর এমন আচরণ আল্লাহর পছন্দ হয়নি। তাই আল্লাহ ওহি পাঠলেন; তোমাকে একটি পিপড়া কামড়েছে বলে তুমি আল্লাহর তাসবিহ পাঠকারী পুরো একটি জাতিকে জ্বালিয়ে দিলে? শুধুমাত্র একটি পিপড়াকে শাস্তি দিলে না কেন?^২

১. সহিহ বুখারি : ৩৩৪

২. সহিহ বুখারি : ৩৩১৯

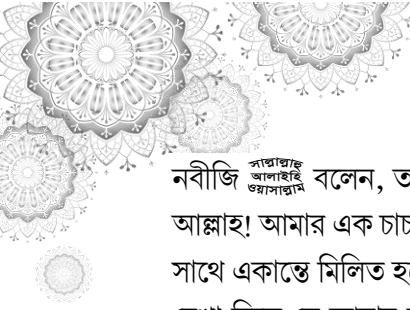
গুহাবাসীর মুক্তি

জান্নাতী মজলিস। সুরভিত চারদিক। এ মজলিস আলোকিত। এ মজলিসের মধ্যমনি নবীজি সা.। শ্রোতা হলেন সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরা দৈনিক রাসুলের মজলিসে আসেন, রাসুল সা. তাদের দীনি ইলম শিক্ষা দেন। সাহাবায়ে কেরাম দীন-দুনিয়াবি পথের দিশা পান এ মজলিসে। পুতঃপবিত্রতার স্নিগ্ধ হিমেল বাতাস বয়ে যায় চারদিক। সাকিনা নাজিল হয় কলব থেকে কলবে, অন্তর থেকে অন্তরে।

একদিন নবীজি সা. বলেন, পূর্ববর্তী এক সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি সফরে বের হলো, পথিমধ্যে দিনমনি ডুবে গেল। রাত্র গভীর ও নিকষকালো হওয়ার পূর্বে তারা একটি গুহায় আশ্রয় নিয়ে বিশ্রাম করছিল; এমন সময় পাহাড়ে একটি শব্দ হল। ইতিমধ্যে যা ধবংস হওয়ার হয়ে গেছে। পাহাড় থেকে একটি প্রস্তর খণ্ড পড়ে গুহার মুখ পুরো বন্ধ হয়ে গেল। তারা সকলেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সেখান থেকে মুক্তির কোনো উপায় না পেয়ে নিজেরাই বলল, আমাদের নিজেদের সৎকাজের উসিলায় দোয়া করা ছাড়া এখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই।

প্রথমজন কায়ামনোবাক্যে দোয়া করে বলল, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনো তাদের আগে আমার সন্তান-সন্ততি পরিবার বা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে তাদের ঘুমানোর আগে ফিরতে পারিনি।

আমি তাঁদের জন্য দুধ দোহন করে নিয়ে এসে তাঁদেরকে ঘুমন্ত পেলাম। কিন্তু তাদের আগে আমার সন্তান-সন্ততি, পরিবার ও দাস-দাসীকে দুধ পান করতে দেওয়াটাও আমি পছন্দ করিনি। তাই আমি তাঁদের জেগে উঠা পর্যন্ত পেয়লা হাতে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোর হয়ে যায়। তারপর তাঁরা জেগে উঠে দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজ করেছি, এর উসিলায় এ পাথর সরিয়ে আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করো। পাথর সামান্য সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারল না।



নবীজি ^{পাদশাহজাদা}
^{আলাহিদি}
^{ওয়াল্লাহু} বলেন, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বিনম্র চিন্তে দোয়া করে বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। সে আমার অতি প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে একান্তে মিলিত হতে চাইলাম। কিন্তু সে বাঁধা দিল। একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে আমার কাছে সাহায্যের জন্য এলো। আমি প্রস্তাব দিলাম যে, যদি আমার সাথে সে একান্তে মিলিত হয়; তাহলেই আমি তাকে একশো বিশ দিনার দিব। আমার শর্তে সে রাজি হলো। তবে পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করলে সে বলে, তোমাকে আমি অবৈধভাবে সুখ-সন্তোগের অনুমতি দিতে পারি না। সে আমার একান্ত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও গুনাহ মনে করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। সেই সঙ্গে তাকে দেওয়া দিনারের দাবিও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! এ কাজ আমি শুধুই তোমার ভয় ও সন্তুষ্টির জন্য করেছি। সুতরাং আজকে এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করো। তখন সেই পাথরটি নড়েচড়ে ওঠে আরেকটু সরে যায়। কিন্তু তাতেও তারা বের হতে পারছিল না।

নবীজি ^{পাদশাহজাদা}
^{আলাহিদি}
^{ওয়াল্লাহু} বলেন, তারপর তৃতীয় ও সর্বশেষ ব্যক্তি দোয়া করলো, হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম এবং আমি তাদের পারিশ্রমিকও দিয়েছিলাম, কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরির টাকা ব্যবসার কাজে বিনিয়োগ করি। ফলে প্রচুর ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেল। কিন্তু বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হলে সে আমার কাছে এসে বলল, আল্লাহর বান্দা! আমাকে আমার পারিশ্রমিক দাও। আমি তাকে বললাম, এসব উট, গরু, ছাগল ও গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা সবই তোমার পারিশ্রমিক। সে বলল, আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সাথে বিদ্রপ করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে মোটেই বিদ্রপ করছি না। তখন সে সবই নিয়ে চলে যায়। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা দূর কর। তখন সে পাথরটি সম্পূর্ণ সরে গেল। তারপর তারা বেরিয়ে আবার পথ চলতে লাগল।^১

শিক্ষা :

১. পিতা মাতার হক আদায় করলে বিপদ আপদ কেটে যায়।
২. সুযোগ থাকলে দান করা চাই; কোনো বিনিময় ব্যতীত। দান করলে বিনিময়ে যদি কোনো কিছু পাওয়ার আশা থাকে তাহলে সেই দান কবুল হয় না। দান-সদকা করলে বিপদ-আপদ বালা মুসিবত দূর হয়।
৩. শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক আদায় করে দেওয়া উচিত। কোনো কারণে যদি শ্রমিক পারিশ্রমিক না নিয়ে চলে যায়; তাহলে পরবর্তীতে সে যখন আসবে তার পারিশ্রমিক আদায় করা। টালবাহানা না করা।
৪. সৎ-নেক কাজের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা বৈধ।



কোলের শিশু কথা বলে

জুরাইজ ইবাদতে মগ্ন। বকের মত। এ ধ্যান এ মগ্নতা রবের তরে। নামাজের খুশু-খুজু তথা নামাজের ধ্যান-খেয়াল ও একনিষ্ঠতার জন্য তিনি নিজ মাটির তৈরি জীর্ণ ডেরায় ইবাদত করছেন। তার মা এলেন, ছেলের সাথে বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় না। কথাও বলা হয় না। উদগ্রীব উৎকণ্ঠা সব এখানে এসে মলিন হয়ে গেছে। ছেলে তার ইবাদতেই নিমগ্ন থাকলো। মা ডাকলো। জুরাইজ মনে মনে ভাবল, আল্লাহ! কী করব আমি। নামাজ পড়বো না মায়ের ডাকে সাড়া দেবো? রবের ভয়ে যে মন ব্যাকুল সে মন নামাজেই আটকে গেলো। মা ফিরে গেলেন ব্যথাতুর মন নিয়ে। ছেলের সাথে পরে কথা হবে কোনো একদিন।

আবার একদিন মা এলেন। ডেরায় ঢুকে দেখলেন, নামাজ পড়ছে তার ছেলে। মায়ের মন, কতো সময় অপেক্ষার প্রহর গুণতে পারে? ডেকে বসলেন, ওই জুরাইজ বাবা! দেখ আমি এসেছি। একটু দেখ, কথা বল, তোর নুরানি সেই চেহারা একটু দেখবো বাবা। কথা বলবো। আমার যে আর ভালো লাগে না বাবা! জুরাইজ এবারও মনে মনে বলল, নামাজ পড়বো না মায়ের ডাকে সাড়া দেবো? রবের ভয়ে কাতর মন আল্লাহ ইবাদতই শ্রেয় মনে করল। মা ফিরে গেলেন। কষ্ট আর অপেক্ষার প্রহর আরও প্রলম্বিত হলো।

তৃতীয়দিন আবারও মা এলেন। আজও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মা বললেন, হে জুরাইজ, আল্লাহ তোমাকে ব্যভিচারী নারীর মুখ না দেখিয়ে যেনো মৃত্যু না দেয়। এই কথা বলে মা ফিরে গেলেন। জুরাইজ আল্লাহর দরবারে একনিষ্ঠ মনে ইবাদতে মগ্নই থাকল।

জুরাইজের বকরির রাখাল বকরিগুলো লালন পালন করতো। ইত্যবসরে এক নারী জুরাইজের ডেরায় এলো। তাকে নিজ থেকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে ডাকল। ব্যর্থ হলো, নারীর কমণীয়তা ও রূপ-সৌন্দর্য সবই আল্লাহর গরিমা মহিমা ও ইবাদতের কাছে তুচ্ছ। নারীটি ব্যর্থ হলো। ফিরে যাওয়ার পথে সেই রাখালকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে এক বৃক্ষের ছায়ায় উভয়ে মানব-মানবীর তেষ্টা নিবারণ করল। ওই গর্ভে এলো এক নবজাতক। সময়ের পরিক্রমায় সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হলো। লোকদের একত্র করে সেই নারী বলল, তোমরা যাকে আল্লাহ



ওয়ালা বুজুর্গ ভাবো সে এই শিশুটির বাবা! জুরাইজ আমার সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। এ কথা শুনে লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে জুরাইজের ডেরা ভেঙ্গে মিসমার করে দিল। নামাজ পড়া অবস্থায় তাকে টেনে হেঁছড়ে ওই নারীর সামনে আনা হলো। লোকেরা বলল, তোমার মতো ব্যক্তি ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে আমরা কখনো ভাবিনি। জুরাইজ বলল, তোমরা আমাকে একটু সময় দাও আমি নামাজ পড়ব। এরপর তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেবো।

আল্লাহর দরবারে ধ্যানমগ্ন হয়ে একনিষ্ঠ মনে নামাজ পড়ল জুরাইজ। কী সুন্দর দৃশ্য, ব্যাভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত একজন মানুষের সেকি খোদার মহিমায় অবগাহন। আল্লাহর সাথে বান্দার সাক্ষাতের এক পরম সুন্দর দৃশ্য দেখল সবাই। নামাজ শেষ হলো। নয়ন জুড়ানো সেই নামাজ দেখেই লোকদের ক্ষোভ অনেকটা কমে গেল। কোলের শিশু মায়ের দুধ পান করছিল, জুরাইজ শিশুটির পেটে ঘুঁতো দিয়ে বলল, বলো তোমার বাবা কে? শিশুটি স্তন থেকে মুখ সরিয়ে বলল, ওমুক রাখাল আমার বাবা। লোকেরা জুরাইজের এ কারামত দেখে যারপরনাই আশ্চর্য হলো, নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। সবাই তার ইবাদতগাহ স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। জুরাইজ বলল, আমার জীর্ণ কুটিরই শ্রেয়। মাটি দিয়েই পূর্বের মতো তৈরি করে দাও।

শিক্ষা : নফল নামাজ ছেড়ে হলেও মায়ের ডাকে সাড়া দেবো। মা-বাবার প্রতি সদাচারণ করবো। যদি ফরজ নামাজে মা ডাক দেন তাহলে নামাজ শেষ হওয়ার কাছাকাছি থাকলে শেষ করবো। তেমনিভাবে সময় সংকীর্ণ হলেও নামাজ শেষ করবো। যদি সময় সংকীর্ণ না হয় তাহলে ফরজ নামাজেও মায়ের ডাকে সাড়া দেবো।

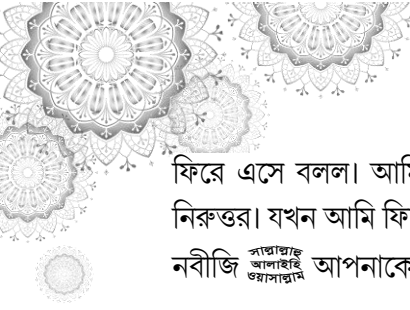
পুনশ্চ : আল্লাহ ওয়ালাদের মান-সম্মান আল্লাহই রক্ষা করেন। কারামাতে আউলিয়া হক। জুরাইজের মায়ের বদদোয়া এবং ফিতনায় পড়েও আল্লাহকে স্মরণ করা, এর প্রেক্ষিতে মায়ের কোলে শিশুর স্বীকারোক্তি এ কথাই শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ ওয়ালাদের আল্লাহই পরীক্ষা করেন, এবং তিনিই তাদের মর্যাদা উন্নীত করেন।^১

১. সহিহ বুখারি : ৩৪৩৬

ওমর! তুমি কি এখানে আছো? আমি তাঁর উচ্চৈশ্বরে ডাকাডাকি ও অস্থিরতার কারণে ঘাবড়ে গেলাম। অতিক্রান্ত বেরিয়ে এলাম। সেই আনসারি সাথি বললেন, ধ্বংস হয়ে গেছে! আমি বললাম, কী? গাসসানীরা কি এসে গেছে? সে বলল, না তার চেয়েও বড় ঘটনা ঘটেছে এবং তা ভয়ংকর। রাসুলুল্লাহ ^{সাদ্বাস্তাহ্ আলহিহি ওয়াসাল্লাম} তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন।

আমি বললাম, হাফসা তো ধ্বংস হয়ে গেল, ব্যর্থ হল। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম, খুব শিগগিরই এ রকম কিছু ঘটবে। আমি পোশাক পড়ে বেরিয়ে যাই এবং রাসুল ^{সাদ্বাস্তাহ্ আলহিহি ওয়াসাল্লাম}-এর সাথে ফজরের নামাজ পড়ি। নবীজি ^{সাদ্বাস্তাহ্ আলহিহি ওয়াসাল্লাম} উপরের কামরায় একাকী ছিলেন। (আমার মেয়ে হাফসা রাসুলের স্ত্রী।) আমি দ্রুত হাফসার কাছে গেলাম। দেখলাম, সে কাঁদছে। আমি হাফসাকে বললাম, আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে আগেই সতর্ক করিনি? রাসূল কী সত্যিই তোমাদের তালাক দিয়েছেন? -কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে সে বলল, জানি না।

তিনি ওখানে উপরের কামরায় একাকী রয়েছেন। আমি হাফসার ঘর থেকে বেরিয়ে মিস্বারের কাছে বসলাম। সেখানে কয়েকজন বসে ছিল এবং অনেকেই কাঁদছিল। আমি তাদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম, (কিন্তু আমার উৎসুক মন আনচান করছিল) তাই উপরের ঘরে গিয়ে রাসুল ^{সাদ্বাস্তাহ্ আলহিহি ওয়াসাল্লাম}-এর হাবশি গোলামকে বললাম, তুমি কি নবীজির থেকে ওমরের জন্য অনুমতি এনে দিতে পারবে? খাদেমটি গিয়ে নবীজি ^{সাদ্বাস্তাহ্ আলহিহি ওয়াসাল্লাম}-এর সঙ্গে কথা বলল। ফিরে এসে বলল, আমি নবীজি ^{সাদ্বাস্তাহ্ আলহিহি ওয়াসাল্লাম}-এর কাছে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর। তখন আমি ফিরে এসে লোকজনের সাথে বসলাম। কিন্তু এটা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। (কী করে অস্থির মনকে শান্ত করি!) তাই আবার এসে খাদেমকে বললাম, তুমি কি ওমরের জন্য অনুমতি এনে দিবে? সে গিয়ে ফিরে এসে বলল, আমি নবীজি ^{সাদ্বাস্তাহ্ আলহিহি ওয়াসাল্লাম}-এর কাছে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু এবারও তিনি নিরুত্তর। আমি আবার ফিরে এসে মিস্বারের কাছে ওই লোকজনের সঙ্গে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আবারও খাদেমের কাছে গিয়ে বললাম, তুমি কি ওমরের জন্য অনুমতি এনে দেবে? সে আবারও



ফিরে এসে বলল। আমি আপনার কথা উল্লেখ করলাম, কিন্তু এখনো তিনি নিরুত্তর। যখন আমি ফিরে যেতে চাইলাম, তখন খাদেম আমাকে ডেকে বলল, নবীজি ^{পাদশাহ্ আলহাই ওয়াসাল্লাম} আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন।

আমি রাসুলুল্লাহ ^{পাদশাহ্ আলহাই ওয়াসাল্লাম}-এর কাছে প্রবেশ করে দেখলাম, খেজুরের চাটাইয়ে চাদর ছাড়াই একটি খেজুর পাতা ভর্তি বালিশে হেলান দিয়ে রয়েছেন। তাঁর শরীরে চাটাইয়ের চিহ্ন পরিক্রম দেখা যাচ্ছে। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আপনার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, না। আমি (পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও অনুকূলে আনতে) বললাম, আল্লাহর রাসূল! আমরা কুরাইশগণ, মহিলাদের উপর আমাদের কর্তৃত্ব খাটাতাম, কিন্তু আমরা মদিনায় এসে দেখলাম, এখানকার পুরুষদের উপর নারীদের প্রভাব বিদ্যমান। এ কথা শুনে নবীজি ^{পাদশাহ্ আলহাই ওয়াসাল্লাম} মুচকি হাসলেন। (আমি বুঝতে পারলাম নবীজি কিছুটা হালকা হয়েছেন। আমি হাফসার কাছে গিয়ে বললাম, তোমার সতীনের রূপবতী হওয়া ও রাসুলুল্লাহ ^{পাদশাহ্ আলহাই ওয়াসাল্লাম}-এর প্রিয় পাত্রী হওয়া তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। নবীজি ^{পাদশাহ্ আলহাই ওয়াসাল্লাম} আবারও মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসতে দেখে বসে পড়লাম। এরপর আমি তাঁর ঘরের চারদিকে তাকালাম। আল্লাহর কসম! সেখানে তিনটি চামড়া ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

তারপর আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা যাতে আপনার উম্মতকে সচ্ছলতা দান করেন। কেননা পারসিক ও রোমানদের প্রাচুর্য দান করা হয়েছে এবং তাদের দুনিয়ার শান্তি প্রচুর পরিমাণে দান করা হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত করে না। একথা শুনে হেলান থেকে নবীজি ^{পাদশাহ্ আলহাই ওয়াসাল্লাম} সোজা হয়ে বসে বললেন, খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনো এ ধারণা পোষণ করছ? ওরা তো ওই লোক, যারা উত্তম কাজের প্রতিদান এ দুনিয়ায় পাচ্ছে।

আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।

আয়েশা রা.-এর কাছে হাফসা রা. কথা ফাঁস করে দেওয়ার কারণে নবীজি
উনত্রিশ দিন স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকেন। নবীজি <sup>সাদ্‌দাওয়াহ্
আলাহাইহি
ওয়াসাদ্দাম</sup> বলেছিলেন, তাদের
প্রতি রাগের কারণে আমি এক মাসের মধ্যে তাদের কাছে যাব না। তখন আল্লাহ
তায়ালা তাঁকে মৃদু ভৎসনা করেন। সুতরাং উনত্রিশ দিন হলে, নবীজি <sup>সাদ্‌দাওয়াহ্
আলাহাইহি
ওয়াসাদ্দাম</sup>
প্রথম আয়েশা রা.-এর কাছে যান এবং তাঁকে দিয়েই শুরু করলেন। আয়েশা
রা. তাঁকে বললেন, আল্লাহর রাসুল! আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের
মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু এখন তো উনত্রিশ দিনেই এসে
গেলেন। আমি এক এক করে প্রতিটি দিন হিসেব করে রেখেছি। নবীজি <sup>সাদ্‌দাওয়াহ্
আলাহাইহি
ওয়াসাদ্দাম</sup>
বললেন, উনত্রিশ দিনেও মাস হয়। আর এই মাস উনত্রিশ দিনের।

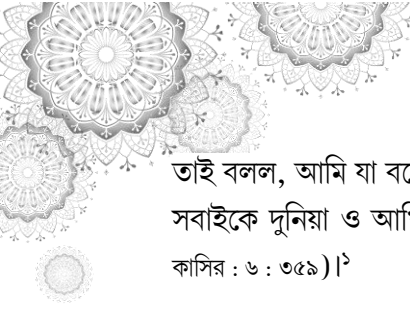
আয়েশা রা. আরও বলেন, ওই সময় আল্লাহ তাঁর রাসুলকে নির্দেশ দিলেন,
তিনি যেনো স্ত্রীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন। তারা চাইলে দুনিয়ার চাকচিক্য
গ্রহণ করবে অন্যত্র গিয়ে, নইলে রাসুলের সঙ্গে থেকে বৈবাহিক জীবনের
এই সংকটকালে ধৈর্যধারণ করবে। (অবশ্য এই ধৈর্যধারণে তাদের জন্য
রয়েছে বিরাট প্রতিদান।)^১ এরই প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত
অবতীর্ণ করেন,

‘হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল, ‘যদি তোমরা দুনিয়ার
জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করো তবে এসো, আমি
তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায়
তোমাদের বিদায় করে দেই’।^২

আয়েশা রা. বলেন, রাসুল সা. তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে আমাকে দিয়েই শুরু করেন,
আমাকে সময়ও দিতে চান। এরপর বলেন, ইচ্ছে করলে আমি আমার পিতা
মাতার সাথেও পরামর্শ করতে পারি। কিন্তু আমি বিনা বাক্য ব্যায়ে প্রাণপ্রিয়
নবীজিকেই গ্রহণ করি। এরপর তিনি অন্য স্ত্রীগণের অভিমত চাইলেন। সকলেই

১. তাফসিরে ইবনে কাসির : ৬ : ৩৫৯ (মাকতাবাতুশ শামেলা বি.দ্র.)

২. সূরা আহযাব : ২৮



তাই বলল, আমি যা বলেছি। (আর এ কারণেই মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন। -তফসিরে ইবনে কাসির : ৬ : ৩৫৯)।^১

হাদিসের শিক্ষা:

শিক্ষা :

১. যদি লক্ষ্য থাকে অটুট, তাহলে যতই বাঁধা আসুক না কেন, দীনি জ্ঞান-ইলমে ওহি অর্জনের পথ আল্লাহ তায়ালা বের করে দিবেন।
২. দাম্পত্য ভাবনা প্রত্যেকের একরকম হয় না। ব্যক্তি, গোত্র, অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কারও মতে দাম্পত্যজীবন মানেই অনাবিল আনন্দের, সুখের। আবার সংসার জীবন কারও জন্য দুঃসহ কষ্টের। দাম্পত্যজীবনে উত্থান পতনের গল্প থাকবেই। মনোমালিন্য হলে তালাকই একমাত্র সমাধান নয়; বরং কৌশল অবলম্বন করতে হয়।
৩. স্ত্রীগণের দাবির প্রেক্ষিতে রাসূল তাদের কাছে এক মাস না যাওয়ার কথা বলেন। এক মাস পূর্ণ হলে তিনি তাদের কাছে যান। এদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীদের দাবি সঙ্গত না হলে বা তাদের শাসনের উদ্দেশ্যে তাদের থেকে পৃথক থাকা যায়।
৪. দুনিয়ার জীবনের প্রতি প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজের নফস মত চলা হল কাফের-মুশরিকদের কাজ। দুনিয়াকে মহব্বত করে নিজের আখিরাতকে কখনও বরবাদে লিপ্ত হব না।

১. সহিহ বুখারি : ২৪৬৮, ৮৯, ৪৯১৩-৪৯১৫, ৫১৯১, ৫২১৮, ৫৮৪৩, ৬২১৮; সহিহ মুসলিম : ১৪৭৯। জামিউত তিরমিজি : ২৪৬১, ৩৩১৮; সুনানে নাসাঈ : ২১৩২, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৫৩, মুসনাদে আহমাদ : ২২২, ৩৩৯।